গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭১.০০৬.৩১.০০.০০২.২০১৪-২১(৩৫)

তারিখ ২৫ মাঘ ১৪২২
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিষয়ঃ ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদিত কার্যবিরবণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০৬ (ছয়) পাতা কার্যবিরবণী ।

০৭/০২/১৬

(মোঃ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকি)
পরিচালক
ফোন ঃ +৮৮০-২-৯১৩৬৭৫০
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১৪৫০৩৮
ইমেইল ঃ ahsankibrias@ gmail.com
dir4@pmo.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এলাকা, ঢাকা
৪. ড. এম আসলাম আলম, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা *(প্রাক্তন ডিজিএলআর)*
৫. চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ২য় ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (৮ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৬. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিসি ভবন (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৭. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, ভারপ্রাপ্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা *(প্রাক্তন ডিজিএলআর)*
১১. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
১৩. সার্ভেয়ার জেনারেল, সার্ভে অব বাংলাদেশ, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চেয়ারম্যান,স্পারসো অব বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শের-ই- বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
১৫. মহাপরিচালক-৪ ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক-১/২/৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১৭. ....., প্রাক্তন মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. প্রকল্প পরিচালক, ডিএলএমএস প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপাড়া, ঢাকা-১২০৫
২১. মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৪. জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২৫. পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২৬. .....

ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মো: আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ টা
স্থান	:	সভা কক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ	:	০১.০২.২০১৬ খ্রি:
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় উপস্থিতির জন্য সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়; একই সাথে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালকগণের উপস্থিতির জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ ভূমি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সেবা পদ্ধতি ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, জনগণের জন্য ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবারিতকরণ, ভোগান্তিবিহীন ওয়ান-স্টপ সেবা প্রদান, ভূমি প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সময়াবদ্ধ কাঠামোর আওতায় আনয়ন। পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা, বিরোধ ও বিভিন্নমুখী জটিলতা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণে সরকারের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে :

ক. ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং সতর্কতার সাথে দ্রুত শেষ করতে হবে;

খ. ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

গ. সারা দেশে ভূমি রেকর্ড দ্রুত আধুনিকায়ন করতে হবে।

সভাপতি বলেন, সরকারের অঙ্গীকার; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইশনের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মাধ্যমে চলামান রয়েছে; কিন্তু দ্রুততার সাথে কাজটি সম্পন্ন করতে হলে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যেই আজকের সভার আয়োজন। এ পর্যায়ে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরতে ভূমি সচিবকে অনুরোধ জানান।

২. ভূমি সচিব, জনাব মেছবাহ উল আলম ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রমের উপর একটি ভিজ্যুয়েল উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত ০৭ (সাত)টি প্রকল্প চলমান রয়েছে; তবে সকল প্রকল্পই অনেকটা প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের কাজগুলো সম্পন্ন করছে। সকল প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান স্বত্বলিপি, খতিয়ান, রেকর্ড ও মৌজাম্যাপসমূহ স্ক্যানিং ও আর্কাইভিং এর কাজ চলছে। পাশাপাশি একাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন-সার্ভার,

কম্পিউটার, প্রিন্টিং প্রেস সংস্থাপনের কাজগুলো হচ্ছে। একই সাথে মিউটেশন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ও জরিপ অফিসকে অনলাইনে সংযুক্ত করে সমন্বিত সেবা প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় একটি পাইলট প্রকল্প চলছে।

২.১ এ পর্যায়ে ভূমি সচিব ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান, ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যক্রম ওয়েব বেইজেড করা হয়েছে; এ থেকে সেবা প্রার্থীরা অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছেন। ভূমি আপীল বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহের একটি ভিজ্যুয়েল উপস্থাপনা প্রদান করেন। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সেবা প্রার্থীরা মামলার অবস্থা, কার্যক্রম, পরবর্তী তারিখ জেনে নিতে পারবেন। পাশাপাশি ই-লাইব্রেরিতে ভূমি ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সার্কুলার, আইন ও বিধিবিধান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২.২ ভূমি সচিব বলেন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে রেকর্ড সংরক্ষণ ডিজিটাইজেশন এবং ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি এ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া Land Information Service Framework (LISF) এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বর্তমান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: আব্দুল জলিল ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি Land Information Service Framework (LISF), RS Khatian (RS-K) System, e-mutation system ও Mutated Khation System এর মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত ই-সার্ভিসসমূহের action plan সভায় তুলে ধরেন।

২.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, জনাব মো: মাহফুজুর রহমান বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলমান রয়েছে। এ কাজে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিশেষ করে এসি (ল্যান্ড) এর সম্পৃক্ত করা ও তাদের মতামত গ্রহণ করা জরুরী। পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিপূরক আইন ও বিধিসমূহের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন প্রয়োজন। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে ভূমি সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এসি (ল্যান্ড)-দের জন্য কর্মসম্পাদনের একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করে দেয়া হয়েছে; সে অনুযায়ী এসি (ল্যান্ড)-গণ মিউটেশনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করছেন।

৩. সার্ভেয়ার জেনারেল, সার্ভে অব বাংলাদেশ ব্রি. জে. মো: আবুল খায়ের ডিজিটাল জরিপ সংক্রান্ত একটি ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জিও রেফারেন্সিং ছাড়া বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের কোন বাস্তব ব্যবহার সম্ভব নয়। কারণ, স্ক্যানিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান ম্যাপসমূহ ডিজিটাইজেশনে error এর পরিমাণ ১ মি. থেকে ৩ মি.পর্যন্ত, অর্থো-ফটো সিস্টেমে error ০.০৫ মি. থেকে ১ মি. পর্যন্ত। অন্যদিকে প্লট-টু-প্লট ডিজিটাল মাঠ জরিপে এ error মাত্র ৫ সেমি. থেকে ২০ সেমি. পর্যন্ত। বাংলাদেশের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশে স্ক্যানিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে গেলে মারাত্মক সমস্যা তৈরী হবে; এতে ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ বেড়ে যাবে।

৪. এ পর্যায়ে সভাপতি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালকগণকে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান।

৪.১ প্রাক্তন ডিজিএলআর জনাব মো: আব্দুল মান্নান তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং জরিপের ক্ষেত্রে সার্ভেয়ার জেনারেলের প্রদত্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে জিও রেফারেন্সিং ছাড়া ম্যাপ ডিজিটাইজেশন বাস্তবসম্মত হবে না মর্মে মত প্রকাশ করে। তিনি মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে পর্যালোচনা করে একটি যুথবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে একটি শক্তিশালী টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং এর সুপারিশ করেন।

৪.২ প্রাক্তন ডিজিএলআর জনাব মো: শফিউদ্দীন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভূমি সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ উন্মুক্ত ও ইন্টার-লিংকড করা গেলে litigation অনেক কমে যাবে; Land Information Service Delivery System এর মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য Fuji Xerox document management solutions অস্ট্রেলিয়া সরকারের সাথে Integrated Land Information system (ILIS) প্রবর্তন করে অনলাইন ভিত্তিক modern land and property administration system চালু করেছে; যা অত্যন্ত যুগোপযোগী।

৪.৩ প্রাক্তন ডিজিএলআর জনাব মুহম্মদ আব্দুল আলীম খান ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে এসি ল্যান্ড অফিসের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে কী করে সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ করা যায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪.৪ প্রাক্তন ডিজিএলআর জনাব ম. শাফায়াত আলী ভূমি ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত সব বিভাগগুলোকে একীভূত করে একই নিয়ন্ত্রণাধীন কর্তৃপক্ষের অধীনে আনয়নের সুপারিশ করেন।

৪.৫ জনাব আবু হায়দার সরদার, প্রাক্তন ডিজিএলআর তাঁর অভিজ্ঞতা সভায় তলে ধরে বলেন, ডিজিটাইজেশনের কাজ ১৯৯৫ সালে শুরু হলেও এখন পর্যন্ত অগ্রগতি আশাব্যাঞ্জক নয়। তিনি একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রম মনিটরিং এর সুপারিশ প্রদান করেন।

৪.৬ সাবেক ডিজিএলআর ও বর্তমান সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ধারাবাহিকভাবে পূর্বের সম্পাদিত কার্যক্রমের তেমন কোন তথ্য ভান্ডার না থাকায় কার্য সম্পাদনে সমস্যা তৈরী হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন করতে হলে নতুন study এর ভিত্তিতে নতুন নীতি কৌশল গ্রহণ করে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে রেখেও একটি সমন্বিত একক সিষ্টেমের অন্তর্গত করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৫. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ জনাব আবু সালেহ শেখ মো: জহিরুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভূমি ব্যস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের বিকল্প নেই। বাংলাদেশে ভূমি সংক্রান্ত মামলার আধিক্যের অন্যতম কারণ দূর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন, পুরো ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার; এটি সম্পন্ন হওয়ার অন্তবর্তী সময়ে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে প্রতিদিন যে সকল দলিল সম্পাদিত হয়; রেজিস্ট্রি অফিস হতে এ সকল দলিল এসি ল্যান্ড অফিসে

প্রেরণের মাধ্যমে নিয়মিত মিউটেশন করা যেতে পারে। এ জন্য তিনি সাব-রেজিস্ট্রারদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন।

৬. আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের জন্য এসি ল্যান্ড অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও জরিপ অফিসের মধ্যে syncronization প্রয়োজন। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি think-tank গঠন করার প্রস্তাব করেন।

৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব এন. এম জিয়াউল আলম বলেন, ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information a Service Architecture : ভূমি) যথাযথভাবে তৈরী, বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গত ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে সভাপতি করে ০৯ (নয়) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, কমিটি এ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ)টি সভা করেছে এবং সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজ করছে।

৮. সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন এর পক্ষ থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

৯. সকলের বক্তব্যের সূত্র ধরে ভূমি সচিব বলেন, ভূমি ডিজিটাইজেশন নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নানামূখী কাজ চলছে। প্রয়োজন সকল কাজকে সমন্বিত করা। তিনি বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এটুআই এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক যে সকল কাজ চলছে সেগুলো সম্পন্ন হলে ডিজিটাইজেশনের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন হবে; চূড়ান্ত কার্যক্রম হলো অটোমেশন এবং সেটিই বিবেচ্যক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ। তিনি পুরো প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন।

১০. এ পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে তাঁর কর্মকালীন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সকল কার্যক্রম সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান কাঠামোয় ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন একটি বৃহৎ আঙ্গিকের কর্মযজ্ঞ। Mutation ও registration প্রক্রিয়া অটোমেশনের পাইলট প্রকল্প হিসেবে যশোরের মনিরামপুরের কার্যক্রম সফল হলে সারা দেশে তা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়াটি পিপিপি-এর মাধ্যমেও সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত প্রয়াসে সমন্বিতভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

১১. সভাপতি সকলের বক্তব্য, মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা ও একীভূত করে বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের পুরো প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পাদিত হবে যথা- i) ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ii) ডিজিটাল জরিপ iii) ডিজিটাল সেবা। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জনগণের সেবা প্রক্রিয়াটি অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা । তিনি বলেন,

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সেবা-সহজীকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক বেশ কিছু কাজ করেছে। ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশনের অন্তবর্তী সময়ে বিদ্যমান পদক্ষেপগুলোকে সমন্বিত করে সেবা-সহজীকরণের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদিত হতে পারে; এ লক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় ও পরিপূরক সার্কুলার/নির্দেশনা জারীর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, land zoning এবং অবকাঠামো উন্নয়নের কাজটিও চলমান রাখতে হবে। ডিজিটাইজেশন বা অটোমেশনের সার্ভিস ডেলিভারীর জন্য চলমান কাজ সম্পন্নের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটি master plan থাকা জরুরী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। Master plan এর আওতায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামগ্রিক কর্মকান্ড সমাপ্তের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে অটোমেশনের জন্য তিনি ০৩ (তিন) বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে যে কমিটি কাজ করছে, সে কমিটির সুপারিশমালার আলোকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের অনুরোধ করেন। একই সাথে তিনি ভূমি সচিবের নেতৃত্বে একটি টাস্কগ্রুপ গঠনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন; মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব-কে উক্ত টাস্কগ্রুপের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

১২. সকলের আলোচনা, মতামত ও সুপারিশের আলোকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

ক. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো সংক্রান্ত কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে একটি সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করবে;

খ. ভূমি মন্ত্রণালয় অবিলম্বে একটি টাস্কগ্রুপ গঠন করবে। টাস্কগ্রুপের কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

i)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
ii)	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	সদস্য
iii)	চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড	-	সদস্য
iv)	সচিব, আইসিটি বিভাগ	-	সদস্য
v)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	-	সদস্য
vi)	জনাব মো: আব্দুল জলিল ভারপ্রাপ্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন ডিজিএলআর	-	সদস্য
vii)	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	-	সদস্য

মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব টাস্কগ্রুপের উপদেষ্টা হবেন।

কার্যক্রম :

- টাস্কগ্রুপ ০১ (এক) মাস সময়ে মধ্যে ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ, ডিজিটাল জরিপ এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানের বিষয়ে প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- টাস্কগ্রুপ ভূমি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি ও ম্যানুয়ালসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করবে;

- টাস্কগ্রুপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত কমিটির সুপারিশমালার আলোকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় resources, বিদ্যমান সম্পদ এবং resource gap সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত করবে; যা পরবর্তীতে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সভায় উপস্থাপন করা হবে;

- ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশনের জন্য টাস্কগ্রুপ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং সামগ্রিক কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করবে।

গ) ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনে যে সকল উদ্যোগ ও কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় তার একটি সময়ানুক্রমিক সংকলন প্রকাশ করবে;

ঘ) বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় একটি স্ট্যান্ডার্ড সার্কুলার জারী করবে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে, তাদের মতামতের আলোকে সার্কুলারটি প্রস্তুত করা যেতে পারে;

ঙ) ডিজিটাল ভূমি জরিপ ও ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে জিও রেফারিন্সিং আবশ্যিকভাবে যুক্ত করতে হবে;

চ) সাব রেজিস্ট্রারগণ সমন্বিত সফটওয়ারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নিবেন;

ছ) প্রতিদিনের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের কপি পরের দিন সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে প্রেরণ করবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিধি অনুসরণপূর্বক স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমির মিউটেশন সম্পন্ন করবেন;

জ) ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি প্রতিমাসে সমন্বিত আকারে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব বরাবর প্রেরণ করবে;

১৩. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সভায় অংশগ্রহণের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালকগণকে পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৪/০২/২০১৬
(মো: আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়